

হিসাব মিলেনা উত্তর পাইনা

৭ম পর্ব
দিগন্ত বড়ুয়া

৬ষ্ঠ পর্বের পর...

২৬শে অগাস্ট রাত থেকে একটানা এই কয় দিন প্রচণ্ড ব্যস্ত সময় গেল। ফোনের পরে ফোন করে কাটিয়েছি অনেক সময়। কারণ আর কিছুই নয়। যোশ ওয়ালাদের নগ্নতার উন্মাদ খেলায় আজ বাংলাদেশের পার্বত্য সংখ্যালঘুদের চৌদ্দটি গ্রাম পুরোপুরি আর চারটি গ্রামের বিশাল ক্ষয় ক্ষতি সব মিলিয়ে যেন এক ভস্ম বসতিতে পরিনত হয়েছে। মুসলিম নামক উন্মাদ এক জাতির যোশের বলি সাধারণ মানুষ। হিসাব মিলেনা.. যারা পড়েছেন বা যাদের কাছে আমি প্রশ্ন রেখেছিলাম তাদেরকে বলছি। আমি প্রকৃত মানবতাবাদী মানুষ গুলোকে বাদ দিয়ে বর্বর মুসলিমদের ঘৃণা করি, ইসলাম মানে আমার কাছে পয়ঃ সম। তাদের কাছে আমার পুনঃবার প্রশ্ন, ভাল প্রমাণ করতে পারলে বলুন কিছু। সাধারণ মানুষের আবাস, বৌদ্ধ মন্দির, বুদ্ধ মূর্তি, গ্রামের পর গ্রাম আজ ভস্ম ছাই। মানুষ জঙ্গলে লুকোয় জন্তু রুপি একদল মানুষের ভয়ে।

যতই দিন যাচ্ছে ততই চিঠির বোঝা বাড়ছে। হিসাব মিলেনা— লেখাটির জন্যই সব মেইল। আমার জাতি গোষ্ঠী বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা কতো নির্যাতিত তার প্রমাণ স্বরূপ কিছু দলিল যা পড়ে বুঝলাম, চাইলেও আমি কখনো লেখা বন্ধ করতে পারবোনা। আরো একটা কথা বলে নেয়া ভালো হবে, এই লেখার জন্য আমার চৌদ্দ গোষ্ঠিকে কি পরিমাণ গালাগাল খাইয়েছি ও এখনো গালাগাল খাচ্ছি তা শুধু মাত্র আমিই জানি।

তার আগে আমার সরল স্বীকারোক্তি, বাংলা লিখতে আমি অনেক বানান ভুল করি। কখনো কি বোর্ডে শব্দ খুঁজে পাইনা আবার কখনো মনের অজান্তে ভুল করে বসি। এই নিয়ে আমি কম করে তিন বার বাংলা সফটওয়্যার বদলালাম। এখনো খুঁঝছি কোনটা ভালো কোনটা ভাল না। আমার এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য পাঠক ও লেখক কুলের কাছে ক্ষমা চাইছি।

বিদ্যুৎ বেগে ছুটেছে জোশ ওয়ালারা। আজ আমার কিছু ভাই বন্ধু আবারো ঘর ছাড়া। ভিটে মাটি থেকে বিতাড়িত। জীবন বাঁচানোর তাগিদে পাহাড়ের গহীনে আশ্রয় নিয়েছে। অথচ কারো কারো মেইল আমাকে বলতে দ্বিধা করেনি যে এতো সব ঘটনা ঘটে তারা কেন জানেনা। তাদেরকে বলছি, আপনাদেরকে আমি গত পর্বে বলেছিলাম আপনারা বাংলা পড়তে জানলে কিছু পড়ুন। এখন দেখছি আপনারা সত্যিই বাংলা পড়তে জানলেও বাংলা পত্রিকা পড়েন না। নাকি বাংলাই পড়তে জানেন না তা আমার সংশয় হচ্ছে। যদি পড়ে থাকেন বা পড়তে জানেন তো মাত্র গত ২৭/৮/০৩ থেকে দশ বারো দিনের বাংলা কাগজ গুলো পড়ে দেখুন। আপনারা এছালামী যোশ ওয়ালারা কি করছেন আমাদের উপর তা পরিষ্কার দেখতে পারবেন। যোশ ওয়ালাদের মুখচ্ছবি ভেষে উঠছে প্রতিক্ষনে, আল্লা বলতে আধো খোলা লুঙ্গির মুঠো হাতে নিয়ে দৌড়ায় কিন্তু এই আল্লা বাদিদের কর্ম যজ্ঞ যে কতো জঘন্য তা টের পায় না কেনো বুঝলাম না। এখন যদি বলি আল্লাবাদিরা আপনাদের মুখমন্ডলে অত্যাচারের ছবি। নিগ্রিহিত অস্পৃশ্য এক জাতি যারা মানব সমাজে বসবাস করার কোনো যোগ্যতা রাখেন না তা কি বেশী বলা হবে? কেনো মানব সমাজ এই যোশ ওয়ালা এছালামীদের জন্য নয় তার কিছুটা বিবরণ আজকে দিতে হবে।

হিসাব মিলেনার চার নম্বর পর্বে আমি যে চামাড় ছুতোড় মেথড় এর সাথে তুলনা করে ছিলাম তা কোনো পেশা কে ঘৃণা করে নয়। বাংলাদেশের প্রচলিত কথায় নিচু শ্রেণীর মানুষ বোঝাতে চামার ছুতোর মেথর বলে যে গালি দেয় সেই বিশেষণ গুলো যোশ ওয়ালাদেরকে দিয়েছিলাম। প্রকৃত

পক্ষে খেটে খাওয়া চামার মেথররা যোশ ওয়ালাদের মতো নিচু জাতের নয় কোনো ভাবেই। তারা অনেক সৎ হয়। কিন্তু বাংলায় ভাষায় নব্য গজানো শিক্ষিতেরা এখনো ভালো বাংলা যে বুঝে না তাই হয়তো গুলিয়েছেন।

ভিন্নমতে দেখলাম ঢাকাইয়ার লেখায় বলতে চেয়েছেন (অতি সুক্ষ ভাবে, যদিও আমার নাম ছিল না কোথাও) কেউ কেউ ছদ্ম নামে লিখছেন। আবার কারো কারো নাকি মুখোশ ও খুলেছেন বলেছেন কেউ। এই বিষয়ে আমার কিছু বলার আছে। তাই কথাটা মনে করুন আমাকে ও বলা হয়েছে। ভাই যে নামেই হোক না কেনো লেখকের লেখাই প্রয়োজন। লেখক কি বলতে চেয়েছেন বা বলছেন তাহাই আসল। কথাটা আমার দৃষ্টিকোন থেকে যদি বলি আমি কেউকে বলিনাই যে আমি ছদ্ম নামে লিখছি, অথবা আমার ভাষায় বলতে গেলে আমি কি ভিন্নমতে কারো কানে কানে গিয়ে বলেছিলাম, জানেন লেখকেরা ও পাঠকেরা, আমি না ছদ্ম নামে লিখছি!! তবুও একটা কথা থেকে যায়, লেখকেরা কেনো ছদ্ম নামে লিখেন? নিশ্চয় কোন কারণ থাকে তার পেছনে। অন্য ভাবে বলতে গেলে, কেউ যদি মনে করেন যে আমি ছদ্ম নামে লিখছি, আমি যদি তার উত্তরটা এই ভাবে দেই তা হলে কেমন হয়? গো আজম, নিজামী বাহিনী ও তাদের উত্তরসূরী জিয়াউদ্দিন, মাহফুজ এবং তাদের সহযোগীরা তো আমাদের নির্ঘাতন করে তার উপর তারা লাঠি হাতে আমাদেরকে পাহাড়া দিয়ে বসে আছে, যেন আমাদেরকে অত্যাচার করলে, ঘর ছাড়া করলে আমাদের মা বোন কে ধর্ষন করলে, হত্যা করলে ও আমরা যেন মুখ না খুলি। যেন কোন প্রতিবাদ না করি। বললে বা জানলে তো আমাদেরকে রগ কাটবে, হত্যা করবে, বাড়ি ছাড়া করবে। আর আলমগীররা ইনিয়িং বিনিয়িং নানা গল্প শুরু করে দেয়। তাই আমাদেরকে জীবন বাঁচানোর জন্য লুকাতে হয়। আড়ালে রাখতে হয়। কারণ কখন বন মানুষেরা ঝাপটা দিয়ে বসে তার কি কোনো নিশ্চয়তা আছে? কি উত্তরটা খুব মন্দ বলে ফেললাম না তো? আমি বা আমরা যদি কেউ সত্যি ছদ্ম নামে লিখি, তাহলে বুঝতে হবে মানবতার শত্রু এক দল মানুষ রুপী বিষধর সাপ মানুষের আশে পাশে ঘুরে ফিরে, আর সাধারণ মানুষ বাঁচার জন্য নিজেকে আড়াল করে।

আমি যে সমস্যার কথা আলোচনা করতে শুরু করেছি তাহা কি কোনো গোপন কিছু নাকি আমি কোনো কিছু বেসী বলে ফেলছি? আমরা বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা আজকের বাংলাদেশে অত্যাচারিত তাহা কি মিথ্যা? নাকি পৃথিবীর কাছে নতুন কিছু? এছালামী যোশ ওয়ালারা যে অত্যাচারি তা কি নতুন কিছু? সারা পৃথিবী আজকে জানে যোশ ওয়ালাদের বোরকার আড়ালে লুকানো মুখোশ পড়া মুখের খবর।

আমার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। জীবনে অনেক জীবন সংগ্রামী দেখেছি। একদিকে যোশ ওয়ালাদের কামড়, অন্য দিকে যোশ বাহিনীর অত্যাচার আবার আরেক দিকে পারিবারিক ঐতিহ্য রক্ষার চেষ্টা, সব মিলিয়ে অনেক ধকল পেরিয়ে আজকের দিনটি পর্যন্ত আসা অনেক মানুষ দেখেছি। এই কথা গুলো হয়তো অনেকেই জানেন। তবুও আমি আমার মতো করে বলছি। এই জীবনে কখনো কেউ কোনো কারণে উপদেশ চাইলে সরাসরি একটি কথা বলে এসেছি, এখনো বলি, দশ জন শিক্ষিত শত্রুর চেয়ে একজন মুখ শত্রু অনেক বেসী ভয়ংকর। বৃত্ত থেকে রক্ত কখনো বিচ্ছিন্ন হয় না, রক্ত কথা কয়। সত্যিকারের শিক্ষা কখনো বৃথা যায় না। মানবতা শিক্ষা পারিবারিক ভাবে জন্ম নেয়, প্রাতিস্টানিক শিক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। তিন চার পুরুষ ধরে শিক্ষিত মানুষের কথা বলায় কেউ হয়তো ইনিয়িং বিনিয়িং অনেক কিছু বলতে পারে, কিন্তু কথাটা আসলে আমি আমার ব্যক্তিগত জীবনের আলোকে অনেকটা পরিষ্কার চালিয়ে শিখেছি। আমার এই কথা আমি বাংলাদেশের কোনো এক প্রতিষ্ঠিত ও বঙ্গ সমাজে বিশেষ পরিচিত লেখকের সাথে একবার আলোচনা করেছিলাম আজ থেকে মাত্র চার বছর আগে। তিনি মুচকি হেসে বলেছিলেন, আজকালকার জমানায় বড়ুয়া তোমার কথা কেউ শুনবেনা। কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেছিলেন, মানবতা, শিক্ষা থেকে অন্যকে ঠকানো, নিজের কতৃত্ব, মিথ্য গর্ব, দুই কলম পড়ে নিজেকে পণ্ডিত ভাবা, ধর্মের দোহাই দেয়া মানুষের অনেক প্রিয়। বিশ্লেসন করতে গিয়ে নিজে বলেছিলেন, মানুষ যে যেই পরিবেশে বেড়ে উঠে সে সেই পরিবেশের প্রভাব মুক্ত হতে পারে খুব

কম মানুষেই। আর যারাই পেয়েছে তারা নিজেদের জীবনের খাতায় সাক্ষর রেখে চলেছেন। এটা তোমার আমার পাশে আমরা প্রতিনিয়ত দেখছি, দেখি।

তাই আমি বেশী দূরে যাবো না। সদ্য মাত্র কোন এক বাংলা কাগজে প্রকাশিত, তারিখ ৩/৯/০৩ এ দেখলাম বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আবদুর রহমান বিশ্বাস কোন এক যোশ ওয়ালা সভার ভাষণ দিতে গিয়ে শ্রেনী গত চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। বলেছেন মুসলিম হতে হলে নাকি মৌলবাদী হতে হবে। একই সুরে আবার অন্য কেউ বলেছেন, মেয়েরা নারী আদালত গঠন করে পৃথিবী ব্যাপী পুরুষের মূল্যায়ন খর্ব করছে। প্রাক্তন এই প্রেসিডেন্টকে কেউ কেউ রাজাকার হিসেবে জানে তাও কিন্তু একেবারে অমূলক নয়। যে দেশের কোনো প্রেসিডেন্ট মৌলবাদী রাজাকার সে দেশের জনগণ ও তার অনুসারীরা যে আর কতো ভালো হবার তা এমনিতেই অনুমান করলে বুঝতে পারবে মানুষ। অথবা শ্রেনীগত ভাবে যাদের নেতা মৌলবাদী তাদের শিষ্য আর কত ভাল হবে বলে মনে হয় ? তাই আমি বার বার বলি মানবতা বিহীন জন্তু রুপি মুসলিম কখনো মানুষের পাশে এসে বসবাস করার কোনো যোগ্যতা রাখেনা। মানবতা বিহীন এই জাতী মানুষরুপি এছালামীর দল যত দিন না এই পৃথিবী থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে তত দিন সমস্যা লেগেই থাকবে তার কোন দিরুক্তির কারণ খুজে পাচ্ছিনা। তবে কেন জানি বার বার মনে হয়, এই জন্তুদের সময় ফুরিয়ে আসছে। কারণ বিশ্বাসেরা এছালামী যোশ দেখাবে আর তাদের শিষ্য প্রশিষ্যরা সুন্দর এই পৃথিবীটাকে নরকে পরিণত করবে, আর প্রকৃত মানবতাবাদী মানবেরা কি চেয়ে থাকবে? আজকের বাংলাদেশে আমরা সংখ্যালঘুরা যে নরক জন্তুনা ভোগ করছি তার একমাত্র কারণ এই এছালামী যোশ বাহিনী।

একটুকরো তথ্য সংগ্রহ করলাম। যোশ ওয়ালাদের জন্য মারাত্মক দুঃসংবাদ। যোশ ওয়ালাদের যোশের জ্বালায় তাদেরই বেরাদার, বেরাদারনিরা (স্ত্রি লিঙ্গ বোঝাতে) অনেক আগে থেকেই গোপনে যোশ ধর্ম বাদ দিয়ে অন্য ধর্মের পতাকা তলে সংঘবদ্ধ হচ্ছে। কথাটা যদিও মেনে নিতে কষ্ট হবে। সত্য বলে মানতেও কষ্ট হবে, কেননা দলিলে দেখার আগে আমি নিজেও বিশ্বাস করতে পারি নাই। কিন্তু কোনো সরকারী দলিলে যখন দেখি তখন বিশ্বাস না করে উপায় কি ? ভিন্ন দলে যোগ দেবার কারণ যাহা দেখলাম, তা বেশ যুক্তি নির্ভর ও তথ্যবহুল। এই পরিবর্তনের ধারা ক্রমশঃ উদ্ভগতি।

আর একটা কথা আসে, সত্যিকার অর্থে ভালো মুসলিম যারা তারা কেনো এত নিরব বুঝলাম না। তাদের কিছু কিছু মানুষ আজকাল যদিও একটু প্রতিবাদী ও তাদের সমাজ পরিবর্তনের চিন্তা করে মনে হয়, তবুও এত মিনমিনে যে তারা সঠিক কি বলতে ও বুঝাতে চায় অনেক সময় তাও বুদ্ধি কম। তাদের সমাজ ব্যবস্থা আজকে যে সন্ত্রাস ও অন্যকে নির্যাতন নির্ভর তা থেকে বের করে আনা একমাত্র ভালো ও সৎ মুসলিমরাই পারেন বলে আমার ধারণা। এ জন্য গাধা খাটুনি খাটতে হবে অন্তত কয়েক যুগ। তারও আগে তাদের সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে হলে সব সৎ ও ইচ্ছুক মুসলিমদের এক হওয়া জরুরী। মানুষের অসাধ্য কিছু তো থাকার কথা নয়। এটা হয়তো আমার ভাঙ্গা মনের চিন্তার কথা, কিন্তু তাদের প্রজন্মের শুরুতে মদরছের(মাদ্রাসার) ও মসজিদের বারান্দায় যে হেঁচকিটা দেয় শিশু বেলায়, সেখানেই কাৎ হয়ে যায় মানবতা ও শিক্ষার অমূল্য সময়। চিন্তা ভাবনা ব্লক হয়ে যায়, আর বড় হয়ে সিংহ ভাগ যোশ ওয়ালা হতে ভুল করে না। আর এই যোশের কর্মফল ভোগ করি আমরা নিরিহ কিছু মানুষ। অবশ্য সাতশো বছরের গোলামীর শিকল কয়েক যুগে কি ভাঙ্গা যাবে ? তবুও চেষ্টা চালিয়ে যেতে তাদের দোষ কি ?

কিছু মেইলদাতার কথায় আসা যাক, এবারের মেইল প্রেরকদের বেশ ক'জন বলেছেন বাংলাদেশে এত কিছু ঘটে যায় আর তারা জানেনা, আমি কি করে এত খবর জানি। তো শুনুন ভদ্রনোকেরা, বাংলা যে পড়তে জানেন না বলে আমি অনুমান করেছিলাম তা কিন্তু একেবারে মিথ্যা নয় দেখছি। আমার গত লেখায় ও বলেছি, আবার ও বলছি, আপনারা খালেদা বিবির এই বারের শাসনামল টার দৈনিক কাগজ গুলো দেখুন। তারপর বুঝবেন। তবে যদি দৈনিক যোশ

মার্কী কাগজ দেখেন তা হলে আপনি বা আপনারা স্বপ্নের ঘোরে রাত্তির পার করে দিলেও আমাদের নাম নিশানাও পাবেন না। লজ্জা পাবেন না জানি, কারণ লজ্জা শব্দটি যোশ ওয়ালাদের জন্য উৎপত্তি হয়নি। আজকে আমি এই গত আট দশ দিনের কাগজ গুলো থেকে নেয়া কিছু খবর সম্পর্কে বলবো। এই খবর বাংলাদেশের কাগজে আসার পরে আমি ব্যক্তিগত ভাবে যোগাযোগ করেছি। রিপোর্টাররা যত টুকু লিখেছেন তার চেয়েও শত গুন বেশী খবর আমি সংগ্রহ করতে পেরেছি, কারণ সে আমার মানুষের কথা। আমাকে যত টুকু মন খুলে বলতে পারবে অন্যকে তা পারবে না, পারে না। আমরা সংখ্যালঘুদের বেদনায় যত টুকু বিচলিত হবো অন্যরা আমাদের দুঃখ দেখে তত টুকু বিচলিত হবার নয়।

গৃহহীন আমরা যখন একটুকরো মাটির আশায় মানুষের দরজায় দর্না দেই তখন নন্দিনীদের মায়া হয় আমাদের জন্য। আমাদের নিজের জমিতে যখন ধান ফলাই তখন নন্দিনীদের ভাইয়েরা পাহাড়া দিয়ে থাকে কবে ধান পাকবে, তখন তারা কেটে নিয়ে যাবে। আর তখনো নন্দিনীরা আশা করবে ভদ্রতা। আমরা দারাপুত্র পরিবার নিয়ে উপোস করবো, আমাদের সব কিছু থাকতেও তখন নন্দিনীরা আমাদের চালের ভাত খেয়ে আমাদের ভূমিতে বসবাস করে, আমাদের রাস্তাত ঠেলে দিয়ে একটু করুনা দেখাবে, আর আশা করবে নমঃ ভদ্রতা। এইতো নন্দিনীদের প্রেম, এইতো নন্দিনীদের প্রতিদিন, এইতো মানবতা। স্বপ্নের ঘোরে হাজার বছর বসবাস হবে, মানবতা তবুও জাগবেনা তাদের, তবুও আমাদের দোষ খুজে বেড়াবে তাদের বংশ পরম্পরায়। গত কোনো এক পর্বে একবার বলেছিলাম, এবার সুত্র যোগ করলাম, বুদ্ধের বিনয় গ্রন্থ থেকে শিখেছি, শত্রুতার উপশম শত্রুতা দিয়ে কখনো হয় না, মিত্রতা দিয়েই শত্রুতার উপশম ও জয় হয়। রক্তে মাংসে গড়া মানুষের কতক্ষন আর সহ্য ক্ষমতা থাকে যখন প্রতি মুহুর্তে নিজের অস্তিত্ব ও নিজেকে বাঁচাতে সংগ্রাম করতে হয়। তবুও মানবতার কথা বলতে কেউ আসতে পারবেনা, এ তো ধাতে সয়না, শেখা হয়নি কখনো, কোনো কালে। অত্যাচারি ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বললে মোহাম্মদি বাহীনি ধর্মচ্যুত হবে আর যোশ ওয়ালাদের প্রতিপালন না করলে আমরা নির্যাতিত হবো কি ভাবে? কারো কারো প্রকাশিত দুঃখ শেষতক মিনমিনে হয়, তবুও দিগন্তদের কলম খামবেনা, দিগন্তেরা অলি গলি বেয়ে মানুষের কাছে বিচার চায় একদল মানুষরুপি জন্তুর।

রাজনীতি যে কোনো আলাদা ভূমন্ডলের মানুষ করে তা জানতাম না। অনেকের লেখায় দেখি যোশ ওয়ালা এছালামী নগ্নতা আর রাজনীতি আলাদা করার চেষ্টা যজ্ঞ। যোশ ওয়ালাদের এই গাধু মার্কী যুক্তি আমি বুঝি না। এই রাজনীতি কি আপনাদের সমাজ থেকে আলাদা? নাকি একটা বাহানা বানালেন আমাকে কিছু বলার জন্য? আপনারাই তো এই রাজনীতি করেন। এখান থেকে পাশ কাটানোর এত চেষ্টা কেনো?

খোলা বাজারে মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি কিনতে পাওয়া যায়, কিন্তু বাকী সভ্যতাগুলো অর্জন করতে হয় জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধি ও মানবতা দিয়ে। একথা বেশ কিছু বিজ্ঞ মনিষীদের চিন্তার ফসল। এই ফসল দেখার জন্য ইংল্যান্ড এর প্রধান প্রধান কয়েকটি পাবলিক গ্রন্থাগারে টু মারলে বেরিয়ে আসবে বেশ কিছু গ্রন্থ। পাশাপাশি হয়তো পৃথিবীর অন্যান্য বড় গ্রন্থাগারেও মিলবার কথা। জানিনা এই পৃথিবী ব্যাপি পরিচিত মনিষীদের সাথে কি এমন বিবাদ ছিল আর তাই তাঁরা এই ভাবে মূল্যায়ন করলেন। মুসলিম সভ্যতা মানে ঢাল তলোয়ার, আজকের দিনের দুই চারটা পাতি বন্দুক যা বাজারে পাওয়া যায়, এবং এ দিয়ে নিরীহ মানুষকে সহজে ভয় দেখানো যায়, হত্যা করা যায়, অত্যাচার করা যায়। মুসলিম সংস্কৃতি মানে বোরকার আড়ালে নারী পুরুষ, যাকে সহজে চিনে নেয়া যায়। যাকে মানুষের সাড়িতে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় একজন মুসলিম হিসাবে। যারা গণ মানুষের ক্ষতি ছাড়া কল্যানের কোনো কাজ করতে পারে না। ঢাল তলোয়ারের ভয় দেখানো ছাড়া, হত্যা করা, নির্যাতন করা, সাধারণ নিরপরাধ মানুষকে অত্যাচার করা ছাড়া আর কিছু জানে না।

নেংটি হুঁদুর সিংহের গুহায় উৎপাত করে, আর সিংহের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটলে নেংটি হুঁদুরের বাড়ি গিয়ে ঢোল পেটানি পেটায়। তবুও নেংটি হুঁদুর চৌদ্দশো বছর পেছনে গিয়ে যোদ্ধা সাজে, সাজে বন মানুষ এই আধুনিক নগরীতে। চোর কি আর কখনো গেরস্থ হয়? বংশ পরস্পরায় চৌদ্দশো বছর ধরে একই সংস্কৃতি বহন করে চলেছে। মোহাম্মদের বাহীনি ঢাল তলোয়ার বহন করতে করতে এখন এমন এক যোদ্ধা দলে পরিনত হয়েছে যা আজ সারা বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেছে। এই কথার প্রসঙ্গে আমার একটা কথা বলার প্রয়োজন মনে করছি। আমরা যারা চট্টগ্রামের তথা আশে পাশের অ-মুসলিম তারা সবাই আঞ্চলিক ভাষায় মুসলিমকে বলে মুছুম্মান। তো অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মাঝে যদি পারিবারিক, পাড়া কেন্দ্রিক, সামাজিক কোনো কলহ বিবাদ হয় তবে প্রতি পক্ষকে ঘায়েল করার জন্য উদ্যোগ নেয়, তোকে তো আমি ঘায়েল করতে পারছি না। এখন দেখবি আমি তোকে কি করে শাস্তি দেই, কালকে গিয়ে আমি কয়েক জন মুছুম্মান ডেকে আনবো, তখন দেখবো তুই কি করে আমার কাছে নত না হয়ে পারিস। অথবা সমস্যাটা একটু জটিল হলে বলে আমার জায়গা জমি আমি মুছুম্মানের কাছে বিক্রি করে দেবো, তখন দেখবো তুই কি করে শাস্তিতে থাকিস। মুছুম্মানেরা অত্যাচারি হয় এই ভাবে আমরা জেনে আসছি যুগ যুগ ধরে। বাকীটা আর কি বলবো। পাঠকেরাই না হয় বুঝে নেবেন !

আজ থেকে কম করে হলে ও দেড় যুগ আগের কথা, বাংলাদেশের মুসলিমেরা কেনো এত অত্যাচারী শুধু তা জানতে তাদের ধর্ম গ্রন্থ গুলোর পাতা খুলে দেখতে গিয়ে যা দেখেছি তার বর্ণনা বিভৎস। বাইবেল গীতা কোরান ইঞ্জিল ছাড়াও অন্যান্য ধর্মের বেশ কিছু বই পড়ে দেখেছি, আর নিজের বৌদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্থ গুলোতো পড়েই চলেছি। সব কথা কি মনে রাখা যায় ? যা কিছু মনে পরে ইঞ্জিলের জাদুর ঘটনা গুলো আমাকে বেশ আনন্দ দিয়েছিল। দুই তিনটা রুটি দিয়ে দুই চার হাজার মানুষ খেতে পারে, নদী পার হয়ে যায় নৌকা ছাড়া। কি দারুন যাদুর কেচ্ছা ! এগুলোকে আজকের দিনে কেউ উদ্যোগ নিয়ে একটু এদিক সেদিক করে গল্প আকারে লিখলে বাজারে ভালো শিশু গল্প বাজারজাত করতে পারবে নিঃসন্দেহে। যোশ ওয়ালারা বলে কোরান বা এছালাম ধর্মের শেষ সংস্করণ। বাহ, এটাও একটা মজার কথা। আর এক জিবন্ত কেচ্ছা। আর এক চলতি ও কাটতি গল্প। পুরানো যে ধর্ম গুলো আছে তাতে সব গুলোতেই লেখা আছে মানবতার কথা, মানুষের কথা, নীতি নিয়মের কথা। কোরানেও লেখা আছে কিছু কিছু নীতি কথা কিন্তু এই লেখা গুলোতো সব অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ থেকে চুরি করা, নকল করা। নতুন কিছু তো নয় এই বিশ্বের জন্য। এতো অনেক আগেই বলেফেলেছেন অন্যান্য ধর্মের জনকেরা। তাছাড়া কোরানে যে ভাবে মানুষের নির্যাতনের, অত্যাচারের, যুদ্ধের ইঙ্গিত আছে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে সরাসরি বলা তা অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থে নাই। নকল করা ও সন্ত্রাসের চিহ্ন বহন করা এই বইটা নিয়ে গর্ব করতে লজ্জা পাওয়া উচিত। যোদ্ধা মোহাম্মদ তো ভালো মানুষ কখনো ছিল না। আর তাই এই যোদ্ধা বাহীনি কি আর এমন ভালো হবে?

পরবর্তী ঘটনা গুলো মহালছড়ি থেকে গত কয়েক দিনের মধ্যে নেয়া। দৈনিক কাগজে মহালছড়ির খবর দেখে ফোনে আমার পরিচিত অনেক মানুষের সাথে কথা বলে যোগা করা। যারা বাংলা কাগজে গত কয়েকদিনের খবর পড়েছেন তারা হয়তো দেখেছেন, নির্যাতিত এলাকায় সাংবাদিকদের প্রবেশ ও করতে দেয়া হয়নাই অনেক জায়গায় কয়েক দিন। এই খবর সংগ্রহকারীরা কি করে এত খবর দিয়েছেন তাহা অনুমান করলে বুঝতে পারবেন। তাদের খবরের অর্ধেক ছিল অনুমান, শোনা কথা, বাকী কিছুটা চোখে দেখা। সমস্যা কবলিত এলাকায় না গিয়ে তার আশে পাশে থেখে আর কত টুকু খবর সংগ্রহ করা যায় তার বাস্তবতা নিরীক্ষনের দায়িত্ব পাঠকের হাতে ছেড়ে দিলাম।

কিপিলির সাথে অনেক কষ্টে যোগাযোগ করেছি। এক সময় আমার খুব কাছের বন্ধু ছিল। লেখা পড়া করেছে, তা দিয়ে জিয়াউদ্দিনদের ৩০% কোটায় কোন কাজ না পেয়ে সামান্য একটা উপজাতীয় কাপড়ের দোকান করে কোন রকমে সংসার চালায়। তারা স্বামী স্ত্রী মিলে নিজেরাই সেই কাপড় তৈরী করে। ঘটনার দিন সে ও তার স্বামী দোকানে কাজ করছে। হঠাৎ শুনতে পায়

তাদের পাড়ায় বাঙ্গালীরা হামলা চালাচ্ছে। দোকান বন্ধ করে দিয়ে বাড়ির দিকে যেতে দেখল একদল মানুষ কিছু পাবর্ত্য লোকদেরকে তাড়িয়ে চলেছে আর যাকে ধরতে পারছে তাকে মারাত্মক ভাবে জখম করছে, কাটছে। এটা দেখে কিপিলি ও দৌড়ায় জীবন বাঁচানোর জন্য। কিন্তু অন্য দিকে আর এক দল উন্মাদ তাকে ও তার স্বামীকে ধরে ফেলে। কিপিলি শারিরিক ভাবে নির্যাতিত হয়। সম্ভ্রম যায় যায় অবস্থায় কোন ভাবে তারা নিজেদেরকে বাঁচালেও শখের বাড়ীটি রক্ষা করতে পারেনি। তাদের বাড়ীটি আগুনের পেটে চলে যায়। সকালে রান্নাকরে রাখা, ঘর দোর গুছিয়ে রাখা সেই ঘরে আর ফিরে যেতে পারেনি তারা। তার কথায় সকাল বেলা যে পাড়া দেখে গেছে বিকাল বেলা আর সেই পাড়া নাই। একটা ধংসস্তপে পরিনত বিরান ভূমি। কোথাও কোনো বাড়ি ঘরের চিহ্ন নাই, সব পুড়িয়ে দিয়েছে যোশ ওয়ালারা। গ্রামের পর গ্রাম বিরাম ভূমি, সদ্য জ্বালানো বাড়ি ঘর থেকে ধোঁয়া উঠছে কুড়ুলি বেয়ে। অসহায় মানুষের হাহাকার, দিগ্বিদিক ছোট্টাছুটি করছে প্রাণ বাঁচাতে। হত্যা করেছে, ধর্ষন করেছে জখম করেছে, সারাজীবনের সঞ্চিত ধন লুটপাট করে নিয়ে গেছে। তার প্রতিবেশীর কোনো এক এগারো বারো বছরের মেয়েকে ধর্ষন করলো তারই চোখের সামনে একদল জন্তু। কিছু করার নাই। প্রতিবেশীর কোনো উপকারে আসতে পারেনি কেউ। কিপিলিরা জিবনের সঞ্চিত সহায় দোকানটায় বুকি নিয়ে গিয়ে দেখে সেখানে ও আর কিছু নাই। লুঠ হয়ে গেছে সব। এখন তারা খাবে কি? থাকবে কোথায়, তারা জানে না। হাতে যে কয়টি টাকা ছিল তা নিয়ে পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছে নিকট জনের বাসায়।

মিলন দা টা খুব উরন চন্ডি। পড়ালেখা শেষে মন মতো কাজ না পেয়ে অনেক দিন বৌদ্ধ ভিক্ষু হয়ে ছিলেন। নগ্ন উন্মাদ যোশ ওয়ালাদের এই বারের হামলায় যে কয়টি বৌদ্ধ মন্দির জ্বালিয়ে দিয়েছে তার একটায় বসে মিলন দা বিহাডের ভাস্তের সাথে কথা বলছিলেন। হঠাৎ একদল আর্মি ও যোশ ওয়ালারা এছালামী জন্তু বাহীনি বিহাডে প্রবেশ করে এলোপাতারি সবাইকে পিটাতে থাকে। কোনো কারণ কেউ খুজে পায়না। অন্য একদল যোশ বাহীনি কেরোসিন টেলে বৌদ্ধ মন্দিরে আগুন লাগিয়ে দেয়। মিলন দাকে মারার সময় এক যোশ ওয়ালারা লাঠির গুতোতে চোখ প্রচন্ড আঘাত পায়। তারপর তার আর কিছু মনে নাই। অনেক পরে এক চোখে দেখে মন্দিরের বুদ্ধ মূর্তিতা দ্বিখন্ডিত।

মুনাল কাকু আমার বাবার সহকর্মি ছিলেন। কোন কাজে বাড়ির বাইরে যাবেন। এমন সময় অনেকটা নাটকীয় ভাবে হামলে পরে উনার উপর। বাড়িটা জ্বালিয়েদেয় চোখের সামনে। পরিবারের সবাই শারীরিক লাঞ্চিত হয়। বাড়ির মালামাল লুঠ করে। বৃদ্ধা স্ত্রীকে ও বাড়ির অন্যান্যদেরকে নিয়ে পালিয়ে প্রথমে গহিন জঙ্গলে আশ্রয় নেন। পাহাড়ী লতা পাতা খেয়ে কোন ভাবে জিবন নিয়ে অন্য পার্বত্য জেলায় আশ্রয় নেয় আত্মীয়ের বাড়ীতে। ফোনে কথা বলার সময় কান্নায় কথা বলতে পারেন নি কাকু। ভিটে মাঠি ছাড়া এই অসহায় মানুষ গুলো এখন যাবে কোথায়? খাবে কি? কেউ জানেনা। অথচ মাত্র কয়েকদিন আগে ও এই পরিবারের অনেক সহায় সম্বল ছিল, আজ যাহা যোশ ওয়ালাদের দখলে চলে গেছে।

রতন ঢাকায় ছিল, জন্তুদের তান্ডব লিলার খবর পেয়ে ছুটে যায় খাগরাছড়ি। এই কয় লাইন রতনের সাথে ফোনে আলাপে জেনেছি। যোশ ওয়ালারা যে চৌদ্দটি গ্রামে তান্ডব লীলা চালায় সেই এলাকায় প্রথম কয়েকদিন কোনো সাংবাদিক প্রবেশ করতে দেয়নি বঙ্গ লাঠিয়াল বাহিনী। তবুও তারা যতটুকু পেরেছে অনেক খবর ছেপেছে। রতনের ভাষায় চোখে না দেখে অনুমানে আর কি এমন বলা যায় বা তারা লিখতে পেরেছে? যত টুকু কাগজ লিখেছে তার চেয়ে লক্ষ গুন বেশী জঘন্য ভাবে ঘটিয়েছে যোশ ওয়ালাদের তান্ডব। আগুন ও রক্তের হোলি খেলায় মেতেছিল বর্বর এছালামীরা সেই দিন। এছালামী জঙ্গীর সাথে একদল জন্তু হিন্দু লুটেরা ও একই সাথে হোলি খেলা চালায়। অথচ যারা প্রতিদিন তুলা ধুনা হয় এছালাম বাহীনি দ্বারা।

আর্মির কোনো এক যোশ ওয়ালারা জন্তু বলেছিল এই ঘটনার পরে পার্বত্য সংখ্যালঘুরা সম্ভ্রাসী তাই ৩০ হাজার বাঙ্গালী কি চেয়ে থাকবে? এ জন্যই নাকি তারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে। আমার আর

কিছু বলার নাই। ভাষা খুজে পাচ্ছি না ঘৃণা প্রকাশ করার। রাজনীতি সন্ত্রাস অত্যাচার সব মানুষেরাই করে কোনো ভিন গ্রহ থেকে এসে কেউ করে না। এছালাম বাহীনিরা কি ভাবে যে মানুষের সামনে এসে কথা বলে বুঝতে পারি না। যে মোহাম্মদ নামক জন্তু এছালাম নামক সন্ত্রাসী কর্ম কাণ্ডের আবিষ্কর্তা, তারই বাহীনি বলে এছালাম শান্তি। এই জন্তু বর্বর মোহাম্মদকে আমি যদি পেতাম তবে গাছের সাথে বেঁধে পিটিয়ে পিটিয়ে জিজ্ঞাসা করতাম এই কি তোর শান্তির ধর্ম ? এই কি তোর শান্তির কথা, শিক্ষা ? ইসলাম শব্দের অর্থ সন্ত্রাস বাহীনি তার যতার্থ প্রমান কাজেই পাচ্ছি।

শান্তিবাদীরা শান্তি চুক্তি করে পাবর্ত্য মানুষকে দেশে এনে, ভিটে মাঠি তো দেয়নি, যাও কিছু চাল দিত রেশন হিসেবে তাও বন্ধ করে দিয়েছে, অপর দিকে সেটেলার বাঙ্গালিরা রেশন পাচ্ছে। কি শান্তির মহিমা, কি যোশ, সবই রাজনৈতিক। যদি রাজনৈতিক হয় তবে সাধারণ মানুষেরা কি করে? তারা মানবতাবাদী হলে প্রতিবাদ হয় না কেনো? নাকি সবাই মনে মনে চায় বাংলাদেশে কোনো সংখ্যালঘু না থাকুক। এখানে আমি মানবতার কিছুই দেখছি না। দেখছি একদল অত্যাচারীর নগ্ন ছায়া। এই যোশ ! এই এছালাম ! এই মুসলিম ! ছিঃ বর্বর এছালাম, ছিঃ। তোদের গায়ে থুতু ছেটাতেও ঘৃণা হয়।

ব্যস্ততায় দিন যাচ্ছে। খাগড়াছড়ির আরো তথ্য পরের লেখায় দেয়া হবে।

পৃথিবীর সকল প্রাণী সুখি হোক। শান্তিতে থাকুক।

সবাইকে ধন্যবাদ।

১৪/০৯/২০০৩.